সমকাল

তারিখ ... 11 FEB 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

পালিয়ে থেকেও বেতন তুলছেন ২ শতাধিক মাদ্রাসা শিক্ষক

■ সাতক্ষীরা প্রতিনিধি

সাতক্ষীরা

অনেকেই নাশকতা মামলার আসামি জানে না শিক্ষা অফিস

অনেকেই পলাতক। আবার মামলার আসামি। শিক্ষার্থীদেরও পড়ান না বা পড়াতে মাদ্রাসায়ও যান না। তবুও তারা মাসের পর মাস বেতন তুলে নিচ্ছেন। তবে বিষয়টি জানেন না প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

জানা গেছে, সাতক্ষীরার ২১৬টি মাদ্রাসার প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষকের অধিকাংশের বিরুদ্ধেই রয়েছে রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ। ২০১৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে তারা সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। ছাত্রদের লেলিয়ে দেন সাধারণ মানুষকে রাস্তায় নাজেহাল করার কাজে। রাস্তা কাটা, গাছ কাটা, বোমা বিস্ফোরণ, বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাংচুর-লুটপাট, এমনকি কুপিয়ে ও পিটিয়ে একাধিক মানুষকে হত্যার অভিযোগে একেকজন মাদ্রাসা শিক্ষকের নামে ৫ থেকে ১৫-২০টি করে মামলা রয়েছে। এসব মামলায় অনেকেই গ্রেফতার হয়েছেন। অনেকেই পালিয়ে আছেন।

ওই শিক্ষকরা পালিয়ে থাকায় তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করলেও মাদ্রাসার হাজিরা খাতায় নিয়মিত উপস্থিত স্বাক্ষর দেখিয়ে বেতন উত্তোলন করছেন। অভিযোগ উঠেছে, এসব ঘটনায় জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশ সুপার, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, সাতক্ষীরা জেলায় দাখিল মাদ্রাসা রয়েছে ১৬৮টি, আলিম মাদ্রাসা ২৬টি, ফাজিল মাদ্রাসা ১৮টি এবং কামিল মাদ্রাসা রয়েছে ৩টি। মোট ২১৬টি মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক রয়েছেন ২ হাজার ৪৬৬ জন। এর মধ্যে সাতক্ষীরা সদর উপজেলায় মাদ্রাসার সংখ্যা ৪৬টি, দাখিল ৩৪টি, আলিম ৮টি, ফাজিল ২টি ও কামিল মাদ্রাসা রয়েছে ২টি।

প্রতিটি মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য রয়েছে পরিচালনা পর্ষদ বা ম্যানেজিং কমিটি। ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির স্বাক্ষরেই এসব শিক্ষকের বেতন-ভাতা উত্তোলন করা হয়। যে কারণে মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার প্রয়োজন হয় না। দায়িত্বশীল একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এসব মাদ্রাসা ম্যানেজিং কমিটিনির্ভর হওয়ায় প্রশাসনিকভাবে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের অগোচরেই চলে রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড। আর রাষ্ট্রবিরোধী সে কর্মকাণ্ডের কোনো তথ্য এসব অফিসে নেই।

সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জয়নুল আবেদিন জানান, কতজন মাদ্রাসা শিক্ষকের নামে মামলা আছে, তার কোনো তথ্য অফিসে নেই। এসব অভিযোগে কোন কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তাও তার জানা নেই। কেন নেই- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদ বা ম্যানেজিং কমিটিই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ফলে শিক্ষা অফিসে তাদের যাওয়ার দরকার হয় না।

এ ব্যাপারে, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কিশোরী মোহন সরকার জানান, অচিরেই যেসব মাদ্রাসা শিক্ষকের নামে মামলা আছে, তাদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাহিদুজ্জামান কতজন মাদ্রাসা শিক্ষকের নামে মামলা আছে, তা জানাতে পারেননি। এ ব্যাপারে পৃথক তালিকা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।